JAN. 23 2001

ভোরের কাগজ

অভিমত

পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারির বিচার হওয়া প্রয়োজন

আ ফ ম শাহ আলম

জানুয়ারির ৩ তারিখ থেকে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হলেও বাস্তবে পাঠ্যবইয়ের অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা যায়নি। দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রপত্রিকাগুলো পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের অগ্রগতি, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্তা ব্যক্তিদের দুর্নীতি, দেশের শীর্ষস্থানীয় ঋণখেলাপি বেক্সিমকোর তিনটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠানকে কোনো কাঠামোগত ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল বই মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের দায়িত্ব অর্পণ, সর্বোপরি যুগ যুগ ধরে দেশের প্রায় সাত শতাধিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ কাজ সকল নিয়মনীতি ভঙ্গ করে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানকে প্রদানই মূলত এই পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারির জন্য দায়ী। বলে চিহ্নিত করেছে।

ইতিমধ্যে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে এমনকি সংসদীয় কমিটিতেও বিষয়টি একাধিকবার উত্থাপিত হওয়ায় সর্বশেষ শিক্ষামন্ত্রী সদয় হয়ে ঘোষণা দিয়েছেন যে, জানুয়ারির ২০ তারিখে দেশের সকল ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল বই পেয়ে যাবেন। কিন্তু যেখানে প্রাথমিক স্তরের ৪.৫ লাখ রিম কাগজের স্থলে বেক্সিমকো মাত্র ১.১৩ লাখ রিম উত্তোলন করেছে, আর উত্তোলিত কাগজ মুদ্রণ করেছে মাত্র ৩০ হাজার রিম মাধ্যমিক স্তরের ৬.০০ লাখ রিম কাগজের স্থলে মাত্র মুদ্রণ করেছে ১.৫০ লাখ রিম। যা মুদ্রণ করেছে তার সিকি ভাগও এখনো বাঁধাই করতে পারেনি। সেক্ষেত্রে জানুয়ারির ২০ তারিখে বই প্রদান কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয় বিধায় বাস্তবতা বিবর্জিত শিক্ষা মন্ত্রীর এই ঘোষণাকে প্রলাপ আখ্যায়িত করেছে দেশের অনেক সুধীজন।

এ দিকে মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত বেক্সিমকো জাতীয় দৈনিকে একাধিক বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করেছে যে, মাধ্যমিক স্তরের বই ২১ জানুয়ারি থেকে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে সরবরাহ করা হবে। অনেকে আগে আসলে আগে পাবেন কথাটিকে ধরে বলেছেন যে, প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য সংখ্যক বই প্রস্তুত হয়েছে বলেই এ কথাটি বিজ্ঞাপনে প্রচার করা হয়েছে। অন্যদিকে বেক্সিমকো আর একটি প্রচারপত্র দিয়ে জানিয়েছে যে, ২১ জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত মাত্র ১৪টি বই বাজারজাত করবে। বাকি ৪৬টি বই ও প্রাথমিক স্তরের প্রায় ৩.৫০ কোটি বই কখন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রেরণ করবে সে সম্পর্কে তারা একদম নীরব। এই সব ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থা এনসিটিবি মুখ খুলছে না বিধায় অনেকে বলছে যে, এনসিটিবির কার্যক্রম দেখলে মনে হয় এটা বেক্সিমকোর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। এর আগে কিন্তু এনসিটিবি সরকারের লাখ লাখ টাকা খরচ করে দেশের জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে বহু কিচ্ছা কাহিনী উত্থাপন করে দেশবাসীকে জানিয়েছে যে, সময় মতো পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যাবে। যখন সময় মতো কথাটি নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনার ঝড় উঠলো তখন আবার লাখ লাখ টাকা খরচ করে পুরোনো কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করে বললো, শিক্ষা বছর শুরুর দিন থেকে বই পাওয়া যাবে। তাই অনেকে এই জাতীয় সংস্থাটির নিকট জিজ্ঞাসা করেছে, জানুয়ারি তো চলে যাচ্ছে, শিক্ষা বছর শুরু হবে কবে থেকে? দিক-বেদিক হারিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা দিলেন যে, ২০ জানুয়ারির মধ্যে বই পাওয়া যাবে। শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে বেক্সিমকো বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষণা দিলো ২১ জানুয়ারি থেকে বই পাওয়া যাবে, তবে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে। আর অন্যদিকে প্রচারপত্র দিয়ে ঘোষণা দিলো যে, শুধু মাধ্যমিক স্তরের ১৪টি বই ২১ জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত পাওয়া যাবে। বাকি ৪৬টি বই মাধ্যমিক স্তরের এবং ৩.৫০ কোটি প্রাথমিক স্তরের বই কখন দেওয়া হবে তার নামও উচ্চারণ করলো না বেক্সিমকো।

এই নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা এনসিটিবি ঘেরাও করেছে কয়েকবার। ছাত্রছাত্রীদের ভয়ে পুলিশ মোতায়েন করে সমস্ত গেট বন্ধ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমলাগণ দেশের শেয়ার কেলেঙ্কারির নায়ক বেক্সিমকোকে এইবার বই কেলেঙ্কারির নায়ক বানিয়ে ছাড়বেন বলে অনেকে মন্তব্য করছেন। ২০/- টাকার বই ২০০/- টাকায় বিক্রি করে বেক্সিমকো আবার কোট কোটি টাকা হাতিয়ে নেবে এই দেশের গরিব মানুষের কাছ থেকে। এর সকল ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আমলা বেষ্টিত এনসিটিবি, এই রকম মন্তব্য করেছে অনেকে।

এক সময়ের তুখোড় ছাত্রনেতা বর্তমানে আওয়ামী ফাউণ্ডেশনের দায়িত্বে রত একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা আরও একমাস আগে এই পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারির কথা অনুমান করে দেশের সকল মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারের আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের এক প্রস্তাব একটি জাতীয় দৈনিকে নিবন্ধে বলেছেন। এতে বোঝা যায় যে, সরকার পরিচালনার অংশিদারগণও আজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমলাদের নিকট হার মেনেছে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, দেশের কোটি কোটি ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবককে জিম্মি করে এই আমলাগণ কি পরিমাণ সুবিধা নিয়েছেন বেক্সিমকো থেকে। সরকার তার মেয়াদকালের বিগত ৪ বছর অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করে শেষ বছর কেন এই কেলেঙ্কারিতে জড়ালেন? অনেকে বলেছে, বর্তমান সরকারের এই সেক্টরের সফলতা ব্যর্থ করে উপস্থাপন করে বড়ো ধরনের রাজনৈতিক ফায়দা লুটাই এর আসল উদ্দেশ্য। আবার অনেকে বলেছে যে, এই প্রথমবারের মতো মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সম্বলিত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ব্যর্থ করতে পারলেই স্বাধীনতা বিরোধীদের কাছ থেকে বড়ো ধরনের সম্মানি পাওয়া যাবে। কোনটি বিশ্বাস করা যায়, আর কোনটি বিশ্বাস করা যায় না তা আজ বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হলো শিক্ষা জীবন বিঘ্নিত হচ্ছে পাঠ্যপুস্তকের অভাবে। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা এক দুর্বিষহ জীবন অতিক্রম করছেন। কখনো পাঠ্যপুস্তক পাবেন নাকি আদৌ নতুন বইয়ের মুখ দেখবেন না- এই নিয়ে আজ সমগ্র জাতি এক অনিশ্চিত অবস্থায় আছে। এ থেকে উত্তরণের পথ কি? দেশ পরিচালনায় নিয়োজিত স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি কি দায় এড়াতে পারবেন কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা জীবন বিঘ্নিত হলে। বিষয়টি ভাবা দরকার নয় কি সরকারের নীতি নির্ধারক মহলের?

জাতীয় প্রয়োজনে এখনই দেশের সকল মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে ডেকে এই সমস্যা সমাধান করতে পারলে হয়তোবা আগামী মাসের মাঝামাঝি সময়ে বই প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। নচেৎ অবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মে/জুন মাসেও এই মুদ্রণ প্রক্রিয়া শেষ করে বাঁধাই সম্পন্ন করে বই সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। কারণ এই সহজ হিসাবটি অর্থাৎ ১১-১০-২০০০ তারিখ থেকে জানুয়ারি ২০, ২০০১ তারিখ অর্থাৎ ৩ মাস সময়ে যদি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সিকি পরিমাণ বই বেক্সিমকো দিতে না পারে, তা হলে আগামী ৬ মাসে তাদের পক্ষে সমস্ত মুদ্রণ শেষ করা ও বাজারজাত করা সম্ভব হবে কিভাবে? তাই সকল হিসাব পরিহার করে এই মুহূর্তে দরকার জাতীয় প্রয়োজনকে সর্বাগ্রে বিবেচনায় এনে দেশের সকল মুদ্রণ-প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে এই কাজে জড়িত করে দেশকে বাঁচানো, শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচানো এবং কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীকে বাঁচানো এবং তাদের অভিভাবকদের বাঁচানো।

সবশেষে প্রয়োজন এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িতদের উচ্চ পর্যায়ে তদন্তের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

সরকার তার মেয়াদকালের বিগত ৪ বছর অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করে শেষ বছর কেন এই কেলেঙ্কারিতে জড়ালেন? অনেকে বলেছে, বর্তমান সরকারের এই সেক্টরের সফলতা ব্যর্থ করে বড়ো ধরনের রাজনৈতিক ফায়দা লুটাই এর আসল উদ্দেশ্য। আবার অনেকে বলেছে যে, এই প্রথমবারের মতো মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সম্বলিত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ব্যর্থ করতে পারলেই স্বাধীনতা বিরোধীদের কাছ থেকে বড়ো ধরনের সম্মানি পাওয়া যাবে।

আ ফ ম শাহ আলম : যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি। সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রেস মালিক সমিতি।